দৈনিক জনকণ্ঠ

NOV. 28 2002

পরীক্ষার ফেলে শিক্ষামন্ত্রীর সন্তোষ প্রসঙ্গে

ইতোমধ্যেই একটি ছেলে পরীক্ষায় ফেলের কারণে আত্মহত্যা করেছে। প্রতিবছর মাধ্যমিক অথবা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বেশ কিছু ছেলেমেয়ের আত্মহত্যা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে ঐ দুর্ভাগা পরিবারগুলো ছাড়া অন্য আর কারও কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। পরীক্ষায় ফেলের মতো তুচ্ছ কারণে আত্মহত্যার ঘটনায় বিচলিত হবার মতো মানুষ এখন বাংলাদেশে নেই। এ দেশে হত্যা একটি বিনোদনমূলক সংবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ কর্তৃক পিটিয়ে মারা, সর্বহারা পার্টির হাতে জবাই হয়ে মরা, গণধোলাইতে মরা, ইট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে মারা, আগুনে পুড়িয়ে মারা, ধর্ষণের পর গলা টিপে মারা, জেলখানাতে গুলি করে মারা, ছুরি দিয়ে ভুঁড়ি বের করে মারা, গলায় ফাঁস, বিষ খাওয়া, পানিতে ডুবিয়ে মারা, স্ত্রী স্বামীকে বা স্বামী স্ত্রীকে মারা, বাবা ছেলেকে মারা, ভাই বোনকে মারা, মা মেয়েকে মারা, জিম্মির টাকার জন্য মেরে টুকরা টুকরা করে বস্তায় ভরা, জমির জন্য মেরে বিলের মধ্যে লাশ পুঁতে ফেলা– কত রকম নাটকীয় মৃত্যু কাহিনী। পড়ে পড়ে, দেখে দেখে মানুষ এখন প্রথম চোটেই আর আঁতকে ওঠে না বরং কৌতূহল নিয়ে পড়ে রহস্য উপন্যাসের কাহিনী হিসাবে। স্বাধীনতার ৩০ বছরে মানবিকতার পতনের এ পর্যায়ে ৭৭% ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করলে ঐ দেশের শিক্ষামন্ত্রী এবং পরীক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা এটাকে শুভ লক্ষণ অবশ্যই মনে করবেন। কারণ তা মানুষকে বঞ্চনা করার ধারাবাহিকতায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁদের ঐ মন্তব্যে দেশ ও মানুষের জন্য কোন সহানুভূতি প্রকাশ পায়নি। শিক্ষা ব্যবস্থা নামক যে মানুষ মারা কল বসানো হয়েছে তা বিনা ঝকমারিতে চালু থাকলেই তারা তৃপ্ত। শিক্ষা-টিক্ষা হলে হোক, কিন্তু তাদের স্বার্থে যাতে কোন প্রকার আঁচ না লাগে। স্বাধীনতার পর থেকে সেনা-অসেনা আমলা, ব্যবসায়ী, রাজনীতিক বুঝে নিয়েছে এ দেশের কোন ভবিষ্যত নেই। তাই তারা তাদের ছেলেমেয়েদের প্রথমেই বাইরে পাঠানোর চেষ্টা করে। সবাইকে তো আর বাইরে পাঠানো যায় না। তাই বাকিদের জন্য করা হয়েছে আলাদা ব্যয়বহুল শিক্ষা ব্যবস্থা, ঠিক যেমন আমেরিকায় ইহুদীরা করেছে নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্য। বাংলাদেশী শোষকদের এ আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্ডারগার্টেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সুবিন্যস্ত এবং সুরক্ষিত আছে। আম জনগণের জন্য কী রকম শিক্ষা কতখানি এবং কিভাবে দেয়া যাবে তা ঠিক করা লুটেরা সরকারগুলোর উদ্দেশ্য ছিল না। তাই আজ পর্যন্ত নিয়োজিত ৫/৬টা কমিশন কেবল বেতন-ভাতা খেয়ে গেল কিছু করে গেল না। ফলে উল্টা দিকে চোখ, পিছন দিকে পা এমন অদ্ভুত নখ-দন্ত-লিঙ্গহীন প্রাণী, বিশ্বস্ত চাকর তৈরির ব্রিটিশ ব্যবস্থাটা চালুই থাকল। মানুষ ধরা এ ফাঁদটি এমন অদৃশ্য লোহার জাল দিয়ে তৈরি যে তা ধ্বংস করা সহজে সম্ভব নয়। যেমন মুসলমানদের দাবিয়ে রাখার জন্য তৈরি মদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। এ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন এবং মানবিক সম্ভাবনা ধ্বংসকারী শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেবার কথা কেউ বলে না, কারণ এতে একটি বিপুল জনগোষ্ঠীকে আফিমের ঘোরে রেখে বঞ্চিত করা হয়। তারপর এই পরীক্ষা ব্যবস্থার কথা ধরা যাক। বাবা-মার আদরের ধন, ভবিষ্যতের স্বপ্ন লাখ লাখ সোনামানিককে পরীক্ষার নামে সাতটি বোর্ডের জেল হাজতে জিম্মি করে রাখা হয়। এদের ধরে রেখে পয়সা হাতিয়ে নেয় স্কুল-কলেজের প্রাইভেট শিক্ষকরা, কোয়েশ্চেন সেটার-একজামিনার, পরীক্ষার ডিউটি করা ইনভিজিলেটর স্কুল-কলেজের লাখ লাখ শিক্ষক, দারোগা-পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট আর বোর্ডসমূহের শত শত কর্মকর্তা-কর্মচারী। এক একটা পরীক্ষা যেন ঘুষের এক একটা মৌসুম। কম্পিউটার টেকনোলজি হাতে আসায় একবার এ বোর্ডগুলো তুলে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল। ভয়ে সরকার দু'হাত তুলে সরে দাঁড়াল। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আসল খুঁটি নোট বইয়ের ঘৃণ্য ব্যবসায়ে নিয়োজিত বিরাট চক্রটি এদের কোটি কোটি টাকার ব্যবসায় কিছুতেই বন্ধ হতে দেবে না। তাদের ব্যবসায় চালু থাকতে হলে বোর্ড নামক দালাল থাকতে হবে এবং থাকতে হবে মরা-গরু শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তার শকুনের ঝাঁক পরীক্ষা-ব্যবসায়ী।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিউইয়র্কে ট্যাক্সি চালাতেন। তাঁর জানার কথা নয় কিন্তু অভিজ্ঞ বিদেশী ডিগ্রীধারী শিক্ষামন্ত্রীর জানা থাকার কথা যে, পরীক্ষা শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় জড়িত সকল বিষয়ের যাচাই-বাছাই, উন্নয়ন-পরিমার্জনের একটি অবিরাম পদ্ধতি। শিক্ষক শিক্ষাদানে সমর্থ হচ্ছেন কিনা, প্রদত্ত পাঠের ফলে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন পরিবর্তন আসছে কিনা, পাঠ্যবই ঠিকমতো লিখিত হয়েছে কিনা, শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীর কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা– এসবই পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে হয়। মোদ্দাকথা পরীক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিক্ষা দান ও গ্রহণকে এগিয়ে নেয়া। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় গণমাধ্যম থেকে আরম্ভ করে দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা নামক আর্সেনিক সেবনের মহানন্দে মেতে ওঠে (এ দুটো পরীক্ষায় যারা 'স্ট্যান্ড' করে তারা এবং তাদের বাবা-মা পত্রিকার প্রায় পুরো পৃষ্ঠাই দখল করে)। সাধারণ মানুষ জানে না এ বোর্ড-পরীক্ষা-দাসত্বে আটকানো শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে লুটেরা শাসকরা তাদের সন্তানদের কেমন করে নির্বীর্য করে দেয়। কিন্তু বিস্ময় লাগে যখন প্রকৃত দেশপ্রেমিক শিক্ষিত মানুষরাও চুপ মেরে থাকেন।